পাঁচ ধাপে সহজ

কুরআন শিক্ষা

১ম ধাপ অক্ষর পরিচিতি

২য় ধাপ মাখরাজ বা উচ্চারণ

৩য় ধাপ হারকাত বা স্বর চিহ্ন

৪র্থ ধাপ মাদ বা টেনে পড়া

৫ম ধাপ তাজবীদ বা পড়া সুন্দর করা

কেন কুরআন শিখবেন?

কুরআন শিক্ষা ফরজ। কুরআন তিলাওয়াত ছাড়া **নামাজ হয় না**। কুরআন **সত্যিকার বন্ধু**, কিয়ামতের দিন পাঠকারীর সাথে থাকবে, **সুপারিশ করবে** এমনকি তার সুপারিশ কবুল করা হবে।

MiM19.com

শুরুর কথা

সহজ কুরআন শিক্ষা এ্যাপটি mim19.com এর পক্ষ থেকে যারা কুরআন পড়া শিখতে চান তাদের জন্য বানানো হয়েছে। এই এ্যাপে যে পদ্ধতিতে কুরআন শিক্ষার বিষয়গুলো উপস্থাপন করা করা হয়েছে তা এখনো অসম্পূর্ণ ও উন্নয়ন প্রক্রিয়াধীন, পদ্ধতিকে পূর্ণতা দানের জন্য এটি নিয়মিত আপডেট করা হচ্ছে। পদ্ধতিটির অন্যতম বৈশিষ্ট হচ্ছে এতে কোন নিয়মের সংজ্ঞা'র সাথে সাথে মূল কুরআন শরীফের আয়াতে তা কিভাবে আছে দেখিয়ে দেয়া হয়েছে যেন পাঠকারী সহজেই তা বুঝে নিতে পারেন।

যেহেতু এ্যাপটি এখনো উন্নয়ন প্রক্রিয়াধীন তাই নিয়মিত এর আপডেট চেক করুন যেন নতুন যা কিছু সংযোজন ও সংশোধন করা হচ্ছে তা আপনি পেতে পারেন। **কুরআন নিজে শিখুন এবং অন্যকে শিখতে সাহায্য করুন** কারণ সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, **"মানুষের মধ্যে সর্বত্তোম ব্যক্তি হচ্ছে সেই, যে নিজে কুরআন শিখে ও অন্যকে শেখায়"**।

যে টাইপ থেকে উদাহরণ নেয়া হয়েছে ঃ

প্রথমেই যে বিষয়টা জানা দরকার তা হলো পৃথিবীর সব কুরআন মাজীদই এক কিন্তু কুরআন ছাপানো হয় বিভিন্ন ফন্ট বা টাইপে যেমন **নূরানী, হাফেজী, লৌক্ষ, সৌদি আরব টাইপ** ইত্যাদি, যেগুলোর মধ্যে নূরানী টাইপ ছাড়া অন্য সব গুলোই সাধারণ মানুষের জন্য পড়া কঠিন, তাই এখানে **নূরানী টাইপ থেকে উদাহরণ সমূহ ব্যবহার করা হয়েছে**। নীচে সূরা বুরুজের প্রথম দুটি আয়াত **তিন টাইপের** ছাপানো কুরআন মাজীদ থেকে উদাহরণ স্বরুপ দেখানো হলো।

সৌদি আরবের **কুরআন** গুলো এরকম টাইপে ছাপানো হয়ে থাকে।

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ۝١ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ

এটি হাফেজী টাইপ। **হাফেজ গণ** এই টাইপের কুরআন থেকে মুখস্ত করেন যার প্রতিটি পৃষ্ঠায় ১৫টি করে আয়াত থাকে।

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ۝١ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ

এটি নূরানী টাইপ।

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ۝١ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ ۝٢

এই টাইপের কুরআন মাজীদের লিখাগুলো **খুব স্পষ্ট**। তাই এখানে নূরানী টাইপ থেকে উদাহরণ সমূহ ব্যবহার করা হয়েছে যেন সাধারণ পাঠকের বুঝতে সুবিধা হয়।

এই এ্যাপে উল্লেখিত উদাহরণগুলো যে কুরআন থেকে নেয়া হয়েছে সেটি প্লে-স্টোর থেকে ডাউনলোড করতে এখানে দেখুন /কুরআন এ্যাপ ।

সহজ কুরআন শিক্ষা এ্যাপটিতে যেভাবে কুরআন পড়া শিক্ষার বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে, তাতে কোন সন্দেহ, ত্রুটি, অপূর্ণতা পেলে এবং কোন কিছু বুঝতে সমস্যা হলে, অনুগ্রহ পূর্বক mim19@erth.biz ইমেইল ঠিকানায় তা অবহিত করুন।

১ম ধাপ অক্ষর পরিচিতি

جـ ج জিম	ثـ ث স্বা	تـ ت তা	بـ ب বা	ـا ا আলিফ
ـر ر র	ذ জ্বাল	د দাল	خـ خ খ	حـ ح হা
ضـ ض দ্বদ	صـ ص ষদ	شـ ش শীন	سـ س সিন	ـز ز ঝা
فـ ف ফা	غـ غ গঈন	عـ ع আঈন	ظ জ্ব	ط ত্ব
ـنـ ن নুন	ـمـ م মীম	لـ ل লাম	كـ ك কাফ	قـ ق ক্বফ
يـ ي ইয়া	ء হামজা	هـ ه গোল হা		ـو و ওয়াও
	ـة গোল তা	لا লাম আলিফ		

নীল'টি ছোট আর **কালো**'টি বড় হাতের অক্ষর। এগুলো ৪ নিয়মে বারবার পড়ুন। প্রথমে **আলিফ থেকে বামে ইয়া পর্যন্ত**, তারপর **ইয়া থেকে ডানে আলিফ পর্যন্ত**, এরপর আলিফ থেকে নীচের দিকে এবং শেষে ইয়া থেকে উপরের দিকে।

ـذ ا ـقـ ـتـ ـضـ ـثـ ئ ؤ ـصـ ـشـ ـلـ ـنـ

ـخـ ـعـ ـه ـة ـبـ ـغـ ء ـيـ ـحـ ـفـ ـسـ ـر ـمـ

ـد لا ـجـ ـطـ ـكـ ـز ـو

অক্ষরগুলো চেনার চেষ্টা করুন। **যতক্ষণ দেখা মাত্র চিনতে না পারেন চেষ্টা করতে থাকুন**। আঈন, গঈন, গোল 'তা' ও গোল 'হা' -কে নীচের রুপ গুলোতেও দেখা যেতে পারে।

ـةٓ ةٓ — ২টিই গোল তা | ـهـ ه — ২টিই গোল হা | আঈন | গঈন

আলিফ সম্বন্ধে কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয় যেমন,

১) আলিফ ও লামকে একই রকম মনে হতে পারে। এই শব্দ ৩টির فَنَادَتْهُ الْمَلٰٓئِكَةُ লাল রং চিহ্নিত অংশ গুলো লক্ষ্য করুন, ১ম টির নীচে ডানে বামে দু'দিকেই টান আছে, পরের টিতে শুধু বামে টান এবং শেষেরটিতে ডানে টান আছে এটি আলিফ। এখন মনে রাখতে হবে **আলিফের নীচে সব সময় ডান দিকে টান থাকবে**, বামে বা উভয় দিকে টান থাকলে সেটি লাম।

২) **আলিফকে হামজা বলা হয়:** শুধু খালি আলিফকে আলিফ বলা হয় কিন্তু আলিফে যের, যাবার, পেশ, সাকিন ও তাশদীদ থাকলে আলিফকে হামজা বলা হয়। তাহলে **হামজার চেহারা দুই রকম একটি গোল হামজা** ء **আর অন্যটি লম্বা** ا **হামজা**। সৌদী আরবের কুরআন গুলোতে আলিফে যখন যের, যাবার, পেশ, সাকিন ও তাশদীদ তখন তার উপরে অথবা নীচে পাশের চিত্রের মতো ছোট্ট একটি গোল হামজা দিয়ে বোঝানো থাকে যে এটি এখন আর আলিফ নয় বরং এটি হামজা।

أ إ

৩) **হামযা সিফাতে শাদীদাহ:** হামযা সাকিন এর উচ্চারণ শক্ত ভাবে বন্ধ করতে হবে যেমন مَاْ মীম হামযা যাবার **মাত্** বলে একটু ঝোঁক দিয়ে থেমে যেতে হবে। আরো ভালভাবে বোঝার জন্য নীচের আয়াত দুটি'র লাল অংশ গুলো মনযোগ সহকারে শুনুন।

▶ إِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْفٰى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَآءِ ۝٥

ফিসসামা----অ্

দম ছাড়ার সময় যেরকম পড়তে হবে।

▶ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوٰى ۝٤١

মাত্

দম না ছেড়ে পড়া অব্যাহত রাখার সময় যেরকম পড়তে হবে।

প্লে বাটনে চাপ দিলে ব্রাউজারে quran.com সাইটটি লোড হবে। সেখানে অডিওটি শুনে ব্যাক বাটনে চাপ দিন।

গুরুত্বপূর্ণ: quran.com এ সৌদী আরব টাইপ কুরআন ব্যবহার করা হয়েছে, পরবর্তীতে আমরা সৌদী টাইপ ও নূরানী টাইপের পার্থক্য সম্বন্ধে উল্লেখ করব ইনশা'আল্লহ।

গোল 'তা' — গোল 'তা' কখন গোল 'হা' হয়

গোল 'তা' এ দম ফেললে **'তা'** -কে 'হা' সাকিন পড়তে হয়, যেমন رَاضِيَةً শব্দটির উচ্চারণ 'র-দ্বিয়াতা' কিন্তু এখানে দম ফেললে 'গোল তা' এর স্থলে 'হা' সাকিন ধরে পড়তে হবে رَاضِيَهْ 'র-দ্বিয়াহ্'। দম না ফেললে 'তা' -ই পড়তে হতো।

اَلْقَارِعَةُ ۝١ مَا الْقَارِعَةُ ۝٢ وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الْقَارِعَةُ ۝٣

(১) আল ক্ব-রিআ'তু (২) মাল ক্ব-রিআ'হ্ অমা---আদ্ র-কা (৩) মালক্ব-রিআ'হ্

নীল অক্ষরটি দম না ফেলার জন্য **'তা'** পড়া হয়েছে আর **লাল** অক্ষর গুলো দম ফেলার জন্য **'হা'** পড়া হয়েছে।

▶ وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۝١

হুমাযাতিললুমাযাহ্

পাশের আয়াতটি শুনুন, **নীল** 'তা' এ দম না ফেলার কারণে, 'তা' ই পড়া হয়েছে, আর **লাল** 'তা' এ দম ফেলার কারণে, **'হা' সাকিন** পড়া হয়েছে। **উল্লেখ্য: কেন লাল 'তা' এর যের'কে সাকিন পড়া হলো**, এ ব্যাপারে জানতে ৩য় ধাপে **'আরজি সাকিন'** দেখুন। আর সব শেষের ছোট একটি সবুজ **'নুন'** কে **'নুনে কুতনী'** বলা হয় যা আসলে দুই যেরের এক যেরকে দৃশ্যমান নুন হিসাবে দেখানো হয়েছে, অর্থাৎ লাল **'তা'** এর নীচে দুই যের দিলে সবুজ নুন আর দেখা যেত না।

নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে বের করুন

১) আলিফকে কখন হামযা বলা হয়?

২) গোল 'তা' কখন গোল 'হা' হিসাবে পড়তে হয়?

৩) পাশের রঙ্গীন অংশে লাম ও আলিফ এক সঙ্গে আছে, লাল ও নীলের কোনটি কোন অক্ষর? لَآ اُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ ۝١

৪) পাশের আয়াতটির লাল অক্ষরগুলো সনাক্ত করুন। وَلَنْ يُّؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَآءَ اَجَلُهَا ؕ

৫) পাশের আয়াতটির সবুজ অক্ষরগুলো সনাক্ত করুন। اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝

৬) পাশের আয়াতটির নীল অক্ষরগুলো সনাক্ত করুন। قَالَ يٰمَرْيَمُ اَنّٰى لَكِ هٰذَا ۝

৭) পাশের আয়াতটির কমলা অক্ষরগুলো সনাক্ত করুন। اِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ

পরীক্ষা-১ প্রথম ধাপ অক্ষর পরিচিতি

১ম ধাপ থেকে কতটুকু শিখেছেন পরীক্ষাটি দিয়ে তা যাচাই করুন।

২য় ধাপ মাখরাজ পরিচিতি

মাখরাজ বলা হয় আরবী অক্ষর গুলো মুখ ও গলা'র যেসব স্থান থেকে উচ্চারিত হয় সেসব স্থানকে। ২৯টি অক্ষর উচ্চারিত হয় গলা'র ১৭টি স্থান থেকে। প্রত্যেকটি অক্ষর নিজস্ব স্বকীয়তা অনুযায়ী উচ্চারিত হয়, এক অক্ষরের উচ্চারণ আরেক অক্ষরের মতো হয়ে গেলে অর্থের পরিবর্তন হয়ে যাবে। এখানে ১৭টি **মাখরাজ** বিস্তারিত আলোচনা না করে, **যেসব অক্ষর পরস্পরের সাথে মিশে যেতে চাই** সেগুলো নিয়ে আলোচনা করা হলো।

ا ও ع এর উচ্চারণ পার্থক্য ও অনুশীলন

ا ও ع 'আ' এর মতো মনে হয়।

ا **আলিফ বা হামজা'র** উচ্চারণ গলার মধ্যখান থেকে মুখ হা করে বলতে হবে 'আ' ব্যথা পেলে স্বাভাবিক ভাবে মুখ থেকে যেভাবে 'আ' বেরিয়ে আসে,

হামযা'র উচ্চারণ গুলো অভস্ত্য করুন	إِنَّ	أَمَنُوْ	إِلَّا
	ইন্-না	আ-মানু-	ইল্লা-

ع **আঈন** মুখ সম্পুর্ণ হা না করে গলা বা কণ্ঠ নালীর উপর থেকে গলা একটু চিপে গড়্গড়ার মত শব্দ করে উচ্চারণ করতে হবে 'আ'ঈন'।

আ'ঈনের উচ্চারণ গুলো অভস্ত্য করুন	مَّبْعُوْثُوْنَ	عَمِلُوْ	وَالْعَصْرِ
	মাব্উ'-স্থু-ন	আ'মিলু-	অল আ'ষর

অডিওতে আ'ঈন ও হামযা'র উচ্চারণ পার্থক্য বোঝার চেষ্টা করুন।

وَلَآ أَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ أَعْبُدُ ۞

আং-তুম আ'বিদু-না আ'অ্বুদ

ث ص ش ও س এর উচ্চারণ পার্থক্য ও অনুশীলন

এই অক্ষর গুলো 'স' এর মতো মনে হয়, যার ফলে পড়ার সময় সঠিক নিয়মে উচ্চারণ না করলে কুরআন পড়ার ক্ষেত্রে এটাই সব থেকে বড় ভুল বিবেচিত হয় যে এক অক্ষরের উচ্চারণ আরেক অক্ষরের মত হয়ে গেল।

ث **স্বা** উচ্চারণ করার জন্য পাশের চিত্রের মতো জিহ্বা একটু বের করে উপরের আর নীচের দাঁত দিয়ে হাল্কা ভাবে চেপে ধরে বলুন 'স্বা'।

ص **ষদ** মোটা করে শীষ বাজানোর মতো ঠোঁট গোল করে, একটু শীষের মতো শব্দ সহ উচ্চারণ করুন 'ষদ'।

ش **শীন** 'শ' এর মতো শ শ শব্দ করে উচ্চারণ করুন শীন।

س **সিন** উচ্চারণে পাতলা ভাবে শীষ দেয়ার মতো বাতাস বের করে 'স' মিশ্রিত উচ্চারণ করুন 'সিন'।

ظ ز ذ ও ج এর উচ্চারণ পার্থক্য ও অনুশীলন

এই অক্ষর গুলো **'জ' এর মতো মনে হয়**। নীচে এগুলোর উচ্চারণের পার্থক্য গুলো লক্ষ্য করুন।



ظ **জ্ব** জিহ্বার আগা পাশের চিত্রের মতো সামনের বড় দাঁত গুলোর পিছনে লাগিয়ে ঐ অবস্থায় উচ্চারণ করুন 'জ্ব'।

ز **ঝা** জিহ্বার আগা নীচের সামনের দুই দাঁতের সাথে লাগিয়ে ষ মিশ্রিত শীষ দেয়ার মতো বাতাস বের করে উচ্চারণ করতে হবে 'যা'।



ذ **জ্বাল** পাশের চিত্রের মতো জিহ্বার আগা একটু বের করে উপরের আর নীচের দাঁত দিয়ে হাল্কা ভাবে চেপে ধরে নরম ভাবে উচ্চারণ করতে হবে 'জ্বাল'।

ج **জিম** স্পষ্ট ভাবে বাংলায় উচ্চারিত 'জ' এর মতো করে উচ্চারণ করতে হবে।

ض ও د এর উচ্চারণ পার্থক্য ও অনুশীলন

এই অক্ষর গুলো 'দ' এর মতো মনে হয়।

ض **দ্বদ** জিহ্বার আগা উপরের পাটির দাঁতের বাম পাশে চেপে ধরে উচ্চারণ করতে হবে আর

د **দাল** সরাসরি বাংলা 'দ' এর মতো করে উচ্চারণ করতে হবে।

ط ও ت এর উচ্চারণ পার্থক্য ও অনুশীলন

এই অক্ষর গুলো 'ত' এর মতো মনে হয়।

ط **ত্ব** জিহ্বার আগা উপরের পাটির দাঁতের বাম পাশে চেপে ধরে, আর

ت **তা** সরাসরি বাংলা 'ত' এর মতো করে উচ্চারণ করতে হবে।

ح ও ه এর উচ্চারণ পার্থক্য ও অনুশীলন

এই অক্ষর গুলো 'হ' এর মতো মনে হয়।

ح **হা** কণ্ঠনালীর উপরের অংশ থেকে, শীতের দিনে মুখ থেকে ইচ্ছাকৃত ভাপ বের করলে যে রকম শব্দ হয় সেভাবে উচ্চারণ করতে হবে 'হা'।

ه **গোল হা** সরাসরি বাংলা 'হ' এর মতো উচ্চারণ করতে হবে।

অডিওতে 'হা' ও গোল 'হা'র উচ্চারণ পার্থক্য বোঝার চেষ্টা করুন।

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ۚ إِنَّهُ

ফাসাব্বিহ বিহামদি অসতাগফিরহ ইন্নাহু-

كَانَ تَوَّابًا ۞

ق ও ك এর উচ্চারণ পার্থক্য ও অনুশীলন

অক্ষর গুলোর উচ্চারণ 'ক' এর মতো মনে হয়।

ق **ক্বফ** জিহ্বার গোড়া থেকে একটু মোটা করে উচ্চারণ করতে হবে 'ক্ব'।

ক্বফ এর উচ্চারণ গুলো অভস্ত্য করুন	الْقِيٰمَةِ	الْقَمَرُ	قُلْ
	ক্বিয়ামাহ	ক্বমার	ক্বুল

ك **কাফ** এর উচ্চারণ সরাসরি বাংলা 'ক' এর মতো।

কাফ এর উচ্চারণ গুলো অভস্ত্য করুন	أُولٰٓئِكَ	كَفُوْرًا	كَذَّبَ
	উলা-ইকা	কাফু-র-	কাজ্জাবা

অডিওতে ক্বফ ও কাফ- এর উচ্চারণ পার্থক্য বোঝার চেষ্টা করুন।

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِيْ كَبَدٍ ۞

লাক্বদ্ খলাক্বনাল কাবাদ্

নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে বের করুন

১) ص **ষদ** আর **সিন** এর উচ্চারণে কিভাবে পার্থক্য করতে হবে?
২) ذ **জ্বাল** আর ظ **জ্ব** এর উচ্চারণে কিভাবে পার্থক্য করতে হবে?
৩) ح **হা** গলার কোন অংশ থেকে উচ্চারণ করতে হবে?
৪) ا **আলিফ** এবং ع **আঈন** কিভাবে উচ্চারণ করতে হবে?
৫) ق **ক্বফ** জিহবার কোথা থেকে উচ্চারিত হবে?

৩য় ধাপ হারকাত পরিচিতি

যের, যাবার ও পেশ-কে হারকাত বলা হয়। হারকাত এর কাজ বাংলা 'আ' কার 'ও' কার ও 'ই' কার এর মতো যেগুলো কে বাংলা ভাষায় স্বর চিহ্ন বলা হয়।

অনুশীলন — হারকাত ও এর ব্যবহার

যাবার ـَ মানে আ'কার (া) সবর্দা অক্ষরের উপরে থাকে।
পেশ ـُ মানে হ্রস্ব উ'কার (ু) সর্বদা অক্ষরের উপরে থাকে।
যের ـِ মানে হ্রস্ব ই'কার (ি) সর্বদা অক্ষরের নীচে থাকে।

اَ فَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُوْرِ

হামজা যাবার আ, ফা যাবার ফা, লাম যাবার লা, ইয়া যাবার ইয়া, লাম যাবার লা, মীম পেশ মু, হামজা যের ই, জ্বাল যাবার জ্বা, বা পেশ বু, স্বা যের স্বি, র যাবার র, মীম যাবার মা, ফা যের ফি, ক্বফ পেশ ক্বু, বা পেশ বু, র যের রি

যের, যাবার ও পেশের ব্যবহার বোঝার চেষ্টা করুন

পাশের সাদৃশ্য মূলক উচ্চারণ

يَـ	عَ	وَ	اَ	يُـ	عُ	وُ	اُ	يِـ	عِ	وِ	اِ
ইয়া	আ'	অ	আ	ইউ	উ'	ঊ	উ	য়ি	ঈ'	ঈ	ই

গুলো লক্ষ্য করুন, খেয়াল রাখতে হবে যেন অক্ষর অনুযায়ী প্রতিটির উচ্চারণ বিভিন্ন রকম হয়। নীচে এগুলো উচ্চারণের নিয়ম দেয়া হলো।

اَ اُ اِ — আ উ ই
উচ্চারণের নিয়ম ঃ মুখ স্বাভাবিক ভাবে গলার মধ্যখান থেকে বলতে হবে আ, উ, ই।

وَ وُ وِ — অ ঊ ঈ
উচ্চারণের নিয়ম ঃ 'ব' উচ্চারণ করতে দুই ঠোঁট পরস্পরের সাথে লাগে, কিন্তু দুই ঠোঁট না ঠেকিয়ে বলুন ব, বু, বি, দুই ঠোঁট পরস্পরের সাথে না ঠেকে থাকলে, সেটাই 'ওয়াও' এর সঠিক উচ্চারণ।

عَ عُ عِ — আ' উ' ঈ'
উচ্চারণের নিয়ম ঃ আ' উ' এবং ঈ' এর উপরে কমা দিয়ে আঈনের মাখরাজ বোঝানো হয়েছে, যা একটু গলা চিপে গড়গড়া'র মতো করে উচ্চারণ করতে হবে আ' উ' ঈ'।

يَـ يُـ يِـ — ইয়া ইউ য়ি
উচ্চারণের নিয়ম ঃ হামজা'র সাথে ইয়া'র উচ্চারণে পার্থক্য এই যে, হামজা গলার মধ্য খান থেকে আর ইয়া জিহ্বার মধ্যখান থেকে। ইয়া যাবার 'ইয়া', ইয়া পেশ 'ইউ' এবং ইয়া যের 'য়ি', উচ্চারণের সময় খেয়াল রাখুন আপনার জিহ্বার মধ্যখান সক্রিয় হচ্ছে।

সাকিন — সাকিন ও এর ব্যবহার

সাকিন ^ এর কাজ হসন্তের (্) মতো। সাকিন এক অক্ষরের সাথে আরেক অক্ষরকে যুক্ত করে। বিভিন্ন দেশের ছাপানো কুরআনে সাকিন দেখতে বিভিন্ন রকম হতে পারে।

ডান পাশে ৪ রকম সাকিন দেখানো হলো। আমরা উদাহরনে নূরানী টাইপ ব্যবহার করেছি। চেহারা যাই হোক সব সাকিনের কাজ একই।

^	ـــ	°	ـ
নূরানী টাইপ	সৌদী আরব টাইপ	বিভিন্ন দেশে ব্যবহৃত টাইপ	ইন্দো-পাক টাইপ

সাকিন দু'রকম ভাবে আয়াতের মধ্যে থাকে, দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান।

১) দৃশ্যমান সাকিন: যে সাকিন আয়াতের মধ্যে সরাসরি দেখা যায় সেটাই দৃশ্যমান সাকিন যেমন قَدْ শব্দটিতে 'ক্বফ' কে সাকিন দিয়ে দালে'র সাথে যুক্ত করে উচ্চারণ করা হয়েছে কদ্।

ডান পাশে সাকিনের ব্যবহার লক্ষ্য করুন, সব গুলোর প্রথম অক্ষর হামজা যাবার 'আ'।

اَنْ	اَمْ	اَوْ	اَيْ	اَعْ
আ মিলবে নুনের সাথে আন্	আ মিলবে মীমের সাথে আম্	আ মিলবে ওয়াও এর সাথে আও	আ মিলবে ইয়া'র সাথে আই	'আ' মিলবে আঈ'নের সাথে আঅ্'

وَالْعٰدِيٰتِ ضَبْحًا ﴿١﴾ فَالْمُوْرِيٰتِ قَدْحًا ﴿٢﴾

ওয়া মিলবে লামের সাথে 'ওয়াল্'; দ্ব মিলবে বা এর সাথে 'দ্বব্'; ফা মিলবে লাম এর সাথে 'ফাল্'; মু মিলবে ওয়াও এর সাথে 'মু-'; ক্ব মিলবে দাল এর সাথে 'ক্বদ্'

লক্ষ্য করুন সাকিন কিভাবে নীল অক্ষরকে লাল অক্ষরের সাথে যুক্ত করছে

সবুজ চিহ্নিত মু- এর স্থানে পেশের বামে ওয়াও সাকিন থাকায় একটি মাদ গঠন হয়েছে, যার ফলে এখানে এক আলিফ টেনে পড়তে হবে মু- । ৪র্থ ধাপ মাদ পরিচিতির মাদে আসলী'তে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

২) আরজি বা অদৃশ্য সাকিন দম ফেলার স্থানে যের, যাবার, পেশ, দুই যের, দুই পেশ ও 'হা'-এ এরকমভাবে ـٰ ـٖ খাড়া যের ও উল্টা পেশ থাকলে এগুলোর স্থলে মনে মনে ধরে নিতে হয়, যেমন نَسْتَعِيْنُ শব্দটির শেষ অক্ষরে পেশ আছে তাই এখানে দম ফেললে শব্দটির উচ্চারণ নাস্তাঈ-নু না হয়ে হবে نَسْتَعِيْنْ নাস্তাঈ--ন্। এটাই আরজি বা মনে মনে ধরা সাকিন। শুধু শেষ অক্ষরে দুই যাবার ও মাদ থাকলে আরজি সাকিন হয় না।

অনুশীলন — আরজি বা মনে মনে ধরা সাকিনের ব্যবহার

লাল স্থান গুলোতে আরজি সাকিন হিসাবে পড়ে দম ছাড়তে হবে

وَالسَّمَآءِ وَالطَّارِقِ ﴿١﴾ وَمَآ اَدْرٰكَ مَا الطَّارِقُ ﴿٢﴾
النَّجْمُ الثَّاقِبُ ﴿٣﴾ اِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ﴿٤﴾
فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ﴿٥﴾ خُلِقَ مِنْ مَّآءٍ دَافِقٍ ﴿٦﴾
الَّذِىْ جَمَعَ مَالًا وَّعَدَّدَهٗ ﴿٢﴾ اِلَّا بِـاِذْنِهٖ

নীল স্থান গুলোতে আরজি সাকিন না হয়ে যা আছে তা'ই পড়তে হবে

وَقَالَ الْاِنْسَانُ مَالَهَا ﴿٣﴾ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى ﴿٣﴾
اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾

আরজি সাকিন আরো ভাল ভাবে বোঝার জন্য সূরা ফাতিহা থেকে নেয়া পাশের আয়াত ৩টির লাল অংশ গুলো লক্ষ্য করুন, দম ছাড়লে কিভাবে আরজি সাকিন হবে আর দম না ছাড়লে আরজি সাকিন না করে কিভাবে পড়তে হবে

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١﴾ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿٢﴾
مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ﴿٣﴾

দম ছাড়লে যেভাবে আরজি সাকিন করে পড়তে হবে:
১) আলহামদুলিল্লা-হি রব্বিল আ'-লামি---ন।
২) আর রহমা-নির রহি---ম।
৩) মা-লিকি ইয়াও মিদ্দি---ন।

দম না ছাড়লে যেভাবে পড়তে হবে:
১) আলহামদুলিল্লা-হি রব্বিল আ'-লামি-নার
২) রহমা-নির রহি-মি
৩) মা-লিকি ইয়াও মিদ্দি-নি....

তানবীন — এবং তার ব্যবহার ও অনুশীলন

দুই যাবার ـً দুই পেশ ـٌ ও দুই যের'কে ـٍ তানবীন বলা হয়।

যাবার ـَ + نْ = ـً
পেশ ـُ + نْ = ـٌ
যের ـِ + نْ = ـٍ

তানবীনের ভিতরে نْ নুন সাকিন লুকায়িত থাকে। অর্থাৎ দুই যাবার, দুই যের ও দুই পেশের প্রথমটি হারকাত (যাবার, যের, পেশ) আর দ্বিতীয়টি نْ নুন সাকিন।

নীল চিহ্নিতটি হারকাত আর লাল চিহ্নিতটি নুন সাকিন।

مٍ	مِنْ	مٌ	مُنْ	مً	مَنْ
মিন্	মিন্	মুন্	মুন্	মান্	মান্

মিমে'র উপর দুই যাবার অথবা মিম যাবারে'র বাম পাশে নুন সাকিনের উচ্চারণ একই রকম।

লক্ষ্য করুন নীল চিহ্নিত দুই যাবার, দুই যের ও দুই পেশের মধ্যে যে লুকায়িত নুন সাকিন আছে তার উচ্চারণ কিভাবে হচ্ছে।

اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ۝
...শাইইন্ ক্বদি-র...

قَالُوْا تِلْكَ اِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ۝
কার্রতুন্খ-সিরহ্ ইজ্বান্ ....

আরেকটি বিষয় মনে রাখতে হবে যে, দুই যের ও দুই পেশে দম ফেললে তখন আর তানবীনের নুন সাকিন পড়া যাবে না, বরং তখন দুই যের ও দুই পেশের স্থলে আরজি সাকিন করে দম ছাড়তে হবে, লাল অংশে লক্ষ্য করুন দুই পেশ এর স্থলে আরজি সাকিন করা হয়েছে আর গোল 'তা' এ দম ফেলার কারণে 'তা' কে 'হা' পড়া হয়েছে।

দম ফেলার স্থানে দুই যাবার থাকলে দুই পেশ ও দুই যেরের মতো আরজি সাকিন করা যাবে না।

وَّكَاْسًا دِهَاقًا ﴿٣٤﴾
অ কাআ্ সান্ দিহা-ক্ব-

দুই যাবারে দম ফেললে এক আলিফ মাদ করে বা টান দিয়ে দম ফেলতে হবে, একে মাদে এওয়াজ বলে। তবে দম না ফেললে তানবীনের নুন সাকিন পড়ে যেতে হবে। উপরের আয়াতে নীল অংশে দম না ফেলে নুন সাকিন পড়ে যাওয়া হয়েছে আর লাল স্থানে দম ফেলার কারণে এক আলিফ টেনে মাদে এওয়াজ করা হয়েছে।

তাশদীদ — বা যুক্ত অক্ষর এর ব্যবহার ও অনুশীলন

তাশদীদ ـّ একই অক্ষরকে দুবার ও এক শব্দকে আরেক শব্দের সাথে যুক্ত করতে ব্যবহৃত হয় যেমন, এই শব্দটিতে مُلْكُ السَّمٰوٰتِ মূলক ও সামাওয়াতি শব্দ দুটিকে যুক্ত করে উচ্চারণ করা হয়েছে মূলকুসসামাওয়াতি।

اَنَّ	اَمَّ	اَوَّ	اَيُّ	اَعَّ
আ মিলবে নুনের সাথে = আন্ আবার নুন যাবার না = আন্-না	আ মিলবে মীমের সাথে = আম্ আবার মীম যাবার মা = আম্-মা	আ মিলবে ওয়াও এর সাথে = আও আবার ওয়াও যাবার ওয়া = আওওয়	আ মিলবে ইয়া'র সাথে = আই আবার ইয়া পেশ ইউ = আইইউ	আ মিলবে আঈ'নের সাথে = আ'অ্ আবার আঈন যাবার আ' = আঅ্আ

উপরে তাশদীদের ব্যবহার লক্ষ্য করুন, সব গুলোর প্রথম অক্ষর হামজা যাবার 'আ' কে পরের অক্ষরের সাথে যুক্ত করা হয়েছে।

লক্ষ্য করুন তাশদীদ কিভাবে নীল অক্ষরকে লাল অক্ষরের সাথে যুক্ত করে আবার লাল অক্ষরকে ২য় বার উচ্চারণ করাচ্ছে।

اِلَّا	لَعَلَّكُمْ	تَتَّقُوْنَ	اَنْ يُّؤْمِنُوْا
ইল্লা-	লাআ'ল্লাকুম	তাত্তাক্বু-ন	আইঁ-ইউঅ্মিনু-

(^ সাকিনের পর তাশদীদ থাকলে সাকিন পড়া যাবে না)

পরপর দুই অক্ষরে তাশদীদের ব্যবহার লক্ষ্য করুন। প্রথমে নীল অক্ষর মিলবে লাল অক্ষরের সাথে, পরে আবার একই লাল অক্ষরটি মিলবে সবুজ অক্ষরের সাথে।

اِنَّ اللّٰهَ	اِنَّ الَّذِيْنَ	بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ
ই মিলবে নুনের সাথে আর নুন মিলবে লামের সাথে = ইন্-নাল্‌ল-হা	ই মিলবে নুনের সাথে আর নুন মিলবে লামের সাথে = ইন্-নাল্লাজ্বি-না	তি মিলবে মীমের সাথে আর মীম মিলবে মীমের সাথে = তিম্-মিম্-মিসলিহ

পরপর তিন অক্ষরে তাশদীদের ব্যবহার লক্ষ্য করুন। প্রথমে নীল অক্ষর মিলবে লাল অক্ষরের সাথে, পরে আবার একই লাল অক্ষরটি মিলবে সবুজ অক্ষরের সাথে, পরে আবার একই সবুজ অক্ষরটি মিলবে কমলা অক্ষরের সাথে।

ذِكْرٍ مِّنْ رَّبِّهِمْ
রি মিলবে মীমের সাথে
আবার মীম মিলবে র এর সাথে
আবার র মিলবে বা এর সাথে
= জ্বিক্রিম্-মিররব্বিহিম

(দ্রঃ মীম ও নুনের উপর তাশদীদ থাকলে যেহেতু গুন্নাহ ওয়াজিব হয়, তাই এখানে 'রিম্-' বলে গুন্নাহ করে 'মিররব্বিহিম' বলতে হবে।)

তাশদীদের আগের অক্ষরে যদি ^ সাকিন থাকে তা প্রকাশ্য সাকিন হোক অথবা তানবীনের অপ্রকাশ্য নুন সাকিন نْ হোক তাহলে সাকিন অক্ষর না পড়ে শুধু তাশদীদ অক্ষর পড়তে হবে।

رِزْقًا لَّكُمْ — কমলা চিহ্নিত তানবীনের নুন সাকিন না পড়ে সরাসরি ক্ব যাবার ক্ব মিলবে লামের সাথে

يَاْتِيْهِمْ مِّنْ — কমলা চিহ্নিত প্রকাশ্য সাকিন না পড়ে সরাসরি হি মিলবে মিমের সাথে

পাশে দু'টি আয়াতের অংশ বিশেষ দেয়া আছে, ১ম আয়াতে তানবীনের নুন সাকিন কমলা রং দিয়ে বোঝানো আছে আর ২য় আয়াতে পর পর ৪ অক্ষরে তাশদীদ সহ মোট ৫টি তাশদীদ আছে। নিজে নিজে পড়ার চেষ্টা করুন।

ظُلُمٰتٌ وَّرَعْدٌ وَّبَرْقٌ ۝

ذِكْرٍ مِّنْ رَّبِّهِمْ مُّحْدَثٍ اِلَّا اسْتَمَعُوْهُ وَهُمْ يَلْعَبُوْنَ ۝

নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে বের করুন

১) হারকাত কাকে বলে?
২) 'যের' অক্ষরের উপর নীচের কোন অংশে থাকে?
৩) 'পেশ' অক্ষরের উপর নীচের কোন অংশে থাকে?
৪) অক্ষরে আ'কার দিতে কোন হারকাত ব্যবহার করা হয়?
৫) সাকিন এর কাজ কি? আরজি সাকিন কাকে বলে?
৬) তাশদীদ কাকে বলে? সাকিন অক্ষরের পরে তাশদীদের নিয়ম কি?
৭) তানবীন কাকে বলে? তানবীনের ভিতর কোনটি নুন সাকিন?

EXAM
পরীক্ষা-৩
৩য় ধাপ হারকাত পরিচিতি থেকে কতটুকু শিখেছেন পরীক্ষাটি দিয়ে তা যাচাই করে নিন।

৪র্থ ধাপ মাদ পরিচিতি

মাদ অর্থ লম্বা করে টেনে পড়া যেমন 'আমিন' শব্দটি যদি 'আ-মি-ন' পড়া হয় তাহলে এটি মাদ করা হলো। একটি আলিফ অক্ষর উচ্চারণ করতে যত সময় লাগে ততক্ষণ টেনে পড়লে ১ আলিফ মাদ করা হলো। এভাবে ২, ৩ ও সর্বোচ্চ ৪ আলিফের সময় পর্যন্ত টেনে পড়া হয়। মাদের জন্য নির্ধারিত স্থানেই মাদ করতে হয়। **২,৩ ও ৪ আলিফের স্থানেও এক আলিফের সমান মাদ করা যায়, কিন্তু এক আলিফও মাদ না করলে অর্থের পরিবর্তন হয়ে যাবে।** যেমন 'আছে' একটি শব্দ, এখন বলা হলো 'আছে' আবার বলা হলো 'আছে?' 'আছে' শব্দটিতে শুধু প্রশ্ন বোধক আবেগ যোগ করার কারণে 'থাকা' কোন কিছু আছে কি নাই প্রশ্ন সাপেক্ষ হয়ে গেল! আরবী ভাষায় মাদ অনেকটাই এরকম ভাষান্তরের কাজ করে। সুতরাং **মাদের স্থানে মাদ না করলে খুব বড় ভুল হয়ে যেতে পারে।**

মাদে আসলী — বা আসল মাদ ও এর অনুশীলন

মাদের হরফ ৩টি ا و এবং ي (আলিফ, ওয়াও, ইয়া)। মাদে আসলী ৬ রকম চেহারায় আয়াতের মধ্যে থাকে, নীচে উল্লেখিত মাদে আসলীর চেহারা গুলো ভাল ভাবে চিনে নিন কারণ প্রায় প্রতিটি আয়াতের ভিতর এক বা একাধিক মাদে আসলী থাকে।

যাবারে'র বামে খালি আলিফ مَا অথবা رٰ খাড়া যাবার
পেশে'র বামে ওয়াও সাকিন مُوْ অথবা رٗ উল্টা পেশ
যেরে'র বামে ইয়া সাকিন مِيْ অথবা رٖ খাড়া যের

যখন উপরোক্ত চেহারা গুলো আয়াতের ভিতর থাকবে তখন সে গুলো **এক আলিফ পরিমান টেনে পড়তে হবে, একেই মাদে আসলী বা আসল মাদ বলা হয়।**

উদাহরণ স্বরুপ এই শব্দটির صٰدِقِيْنَ সাধারণ উচ্চারণ 'ষদিক্বিন' কিন্তু ২টি মাদের (খাড়া যাবার ও যেরের বামে ইয়া সাকিন) কারণে এর উচ্চারণ হবে 'ষ-দিক্বি-ন'।

নীচের আয়াতটিতে লাল চিহ্নিত মাদে আসলীর ব্যবহার লক্ষ্য করুন, **দেখুন যাবারের** বামে খালি আলিফ, **পেশের বামে** অয়াও সাকিন, **যেরের বামে** ইয়া সাকিন অথবা, যাবার ও যের খাড়া এবং পেশ উল্টা ভাবে আছে কিনা, থাকলেই সেসব স্থানে এক আলিফ টেনে পড়তে হবে।

অডিওতে তিলাওয়াতকারী এক আলিফের যে পরিমাণ মাদ করেছেন, অনুশীলনের সময় তা থেকে একটু বেশি করুন।

قُلْ هُوَ الرَّحْمٰنُ اٰمَنَّا بِهٖ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا ۚ
فَسَتَعْلَمُوْنَ مَنْ هُوَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٢٩﴾

আনুপাতিক হারে মাদ কমা বাড়া করা যায়, যেমন, এক আলিফের মাদ যদি ১ সেকেন্ড করা হয়, তাহলে ২ আলিফের মাদ ২ সেকেন্ড, আবার ১ আলিফের মাদ যদি ২ সেকেন্ড করা হয়, তাহলে দুই আলিফের মাদ ৪ সেকেন্ড করা উচিৎ। **গুরুত্বপূর্ণ:** এক আলিফের মাদ যেহেতু প্রায় সব আয়াতেই একাধিক পরিমাণ আছে **তাই মাদ ২/৩ সেকেন্ড দীর্ঘ করুন** এবং এসময়ে বাম পাশের শব্দগুলো কি আছে দেখে নিন, পড়া সুন্দর, বাঁধাহীন ও সাচ্ছন্দ্য করার জন্য এটি একটি জনপ্রিয় কৌশল।

পাশের ছোট্ট আয়াতটিতেও ১০টি মাদে আসলী আছে, নিজেই সেগুলো সনাক্ত করুন

فَلَمَّا رَاَوْهُ زُلْفَةً سِيْٓـَٔتْ وُجُوْهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا
وَقِيْلَ هٰذَا الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تَدَّعُوْنَ ﴿٢٧﴾

মাদে আসলীর একটি ব্যতিক্রম

যাবারের বামে খালি আলিফে

وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿١٦٣﴾
আনা

যদি ছোট্ট একটি গোল বা শূণ্য চিহ্ন (লাল চিহ্নটি লক্ষ্য করুন) থাকে তাহলে সেখানে মাদ করা যাবে না। একে **আলিফ জায়িদা** বলে আর শূণ্য দিয়ে মাদ না করতে নির্দেশ করা হয়েছে। বিশেষভাবে 'আনা' শব্দটি মনে রাখুন, শূণ্য চিহ্ন থাক বা না থাক **'আনা' মাদ করা যাবে না** তবে যদি শব্দটি দম ফেলার স্থানে থাকে অথবা এর উপর ৩/৪ আলিফের মাদের চিহ্ন থাকে তাহলে মাদ করতে হবে।

৩ ও ৪ আলিফের মাদ — ও এর উদাহরণ

কুরআন শরীফে **৩ ও ৪ আলিফের মাদ** চিহ্ন দ্বারা বোঝানো আছে। যখন এই চিহ্ন ~ থাকবে তখন শব্দটি ৩ আলিফ আর যখন এই ـ চিহ্ন থাকবে তখন শব্দটি ৪ আলিফ টেনে পড়তে হবে।

পাশের আয়াতে লাল চিহ্ন ২টির কারণে এগুলোর নীচের নীল অংশ গুলো **৩/৪ আলিফ পরিমান** টানতে হবে।

وَالَّذِيْنَ سَعَوْا فِيْٓ اٰيٰتِنَا مُعٰجِزِيْنَ
ফি---
اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ﴿٥١﴾
লা----

মাদে লীন — ও এর উদাহরণ

ي আর و কে 'লীনে'র হরফ বলা হয়। **মাদে লীন সংগঠিত হয় ২টি শর্তের উপর।**

১ম শর্ত ঃ যখন َ যাবারের বামে يْ অথবা وْ সাকিন থাকবে, আর
২য় শর্ত ঃ ১ম শর্তের বামে **যখন দম ফেলা হবে,**

তখন ২/৩ আলিফ টেনে দম ফেলতে হবে, যেমন পাশের শব্দ দুটিতে **যাবারের বামে ইয়া** ও **অয়াও সাকিন থাকায়** এখন এগুলোর বামে দম ফেললে আরজি সাকিন হবে। তাহলে শব্দ দুটি এখন দুই আলিফ মাদ সহ উচ্চারণ করতে হবে কুরই--শ ও খউ--ফ।

قُرَيْشٍ — কুরই--শ
خَوْفٍ — খউ--ফ

পাশে সূরা কুরইশ এর সবগুলো আয়াত দেয়া আছে। লক্ষ্য করুন লাল অংশ ১ম শর্ত আর নীল অংশ ২য় শর্ত কারণ নীল অংশে **দম ফেললে আরজি সাকিন হবে**, **এটাই মাদে লীনের প্রকৃত অবস্থা** যেখানে ২/৩ আলিফ টেনে দম ছাড়তে হবে।

لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ ﴿١﴾ اِلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَالصَّيْفِ ﴿٢﴾
فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ ﴿٣﴾ الَّذِيْٓ اَطْعَمَهُمْ
مِّنْ جُوْعٍ ۙ وَّاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ﴿٤﴾

মাদে আরজি — ও এর উদাহরণ

মাদে আসলীর বামে যদি আরজি সাকিন হয় তাহলে ৩ আলিফ টেনে দম ফেলতে হবে, এই নিয়মকে **মাদে আরজি** বলে। যেমন পাশের শব্দটিতে মাদে আসলী আছে (যেরের বামে ইয়া সাকিন), এখন তার বামে দম ফেললে আসল শব্দ নাস্তাঈ-নু না পড়ে নাস্তাঈ---ন্ পড়ে ৩ আলিফ টেনে দম ফেলতে হবে।

نَسْتَعِيْنُ (নাস্তাঈ-নু) → نَسْتَعِيْنْ (নাস্তাঈ---ন্)

লাল অংশ মাদে আসলী, এখন এর বামে নীল অংশে দম ছাড়ার কারণে **আরজি সাকিন ধরে** আরো ২ আলিফ টান বেশি করে **মোট ৩ আলিফ টানতে হবে।**

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ﴿٤﴾
মুষল্লি---ন্
الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ﴿٥﴾
সা-হু---ন্

মাদে এওয়াজ — ও এর উদাহরণ

দম ফেলার স্থানে **দুই যাবার** থাকলে ১ আলিফ টেনে দম ফেলতে হবে যেমন حَسَنًا শব্দটিতে দম ফেললে হাসানা-বলে ১ আলিফ টানতে হবে, **এটাই মাদে এওয়াজ**। আর দুই যাবারে দম না ফেললে নুন সাকিনের নিয়ম অনুযায়ী (যেহেতু দুই যাবারের এক যাবার নুন সাকিন) পরবর্তী শব্দের সাথে মিলিয়ে পড়ে যেতে হবে, যেমন এক্ষেত্রে হাসানান্ বলে পরবর্তী শব্দের মেলাতে হবে।

পাশে লাল চিহ্নিত **মাদে এওয়াজ** এর ব্যবহার লক্ষ্য করুন। আয়াত গুলোর শেষে **দম ফেলার স্থানে দুই যাবার থাকায়** এক আলিফ টেনে দম ছাড়া হয়েছে। **দম না ছাড়লে** দুই যাবারের অক্ষরকে পরবর্তী আয়াতের ১ম শব্দের সাথে মিলিয়ে পড়তে হবে।

وَّخَلَقْنٰكُمْ اَزْوَاجًا ﴿٨﴾ وَّجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ﴿٩﴾
অখলাক্বনা-কুম আঝ্অ-জা- ০ অজাআ'লনা- নাওমাকুম সুবা-তা-
দম না ফেললে পড়তে হতো: আঝ্অ-জাঁও-অজাআ'লনা-

আয়াতটিতে ৫ স্থানে মাদ আছে,

فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَآءِيْٓ اِلَّا فِرَارًا ﴿٦﴾
দুআ'---- ই--- ইল্লা- ফিরঅ- রঅ-

অডিওটি শুনে বোঝার চেষ্টা করুন মাদ গুলো কিভাবে করা হচ্ছে।

■ মাদে এওয়াজ ■ মাদে আসলী ■ ৩ আলিফ ■ ৪ আলিফ

নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে বের করুন

১) মাদ কাকে বলে? মাদের হরফ কয়টি ও কি কি?
২) মাদে আসলী কাকে বলে? মাদে আসলীর চেহারা কয় রকম ও কি কি?
৩) মাদে এওয়াজ কাকে বলে?
৪) লীনের হরফ কয়টি ও কি কি? মাদে লীন হওয়ার শর্ত গুলো কি কি?
৫) মাদে আরজি কাকে বলে? মাদে আরজি হওয়ার শর্ত কি?
৬) মাদের স্থানে মাদ করে না পড়লে কি ধরণের ভুল হয়?

৫ম ধাপ তাজবীদ পরিচিতি

পড়া সহীহ ও সুন্দর করার পদ্ধতিকে **তাজবীদ** বলে। পড়া সহিহ করার জন্য সব **তাজবীদ অবশ্যই পালনীয় নয়**, তবে **তাজবীদ** গুলো পালন না করলে **পড়ার সৌন্দর্য্য নষ্ট** হয় এবং **ক্বূরীয়ানা পদ্ধতির অনুসরণ করা হয় না**। এখানে ক্বূরীয়ানা পদ্ধতির গুরুত্বপূর্ণ কিছু তাজবীদ উল্লেখ করা হলো।

গুন্নাহ — করার নিয়ম ও এর অনুশীলন

কোন কিছু উচ্চারণের সময় এক আলিফ মাদের সমান দম ধরে থাকাকে গুন্না বলে, যেমন إِنَّ ইন্‌-না শব্দটি 'ইন্' বলে নাকের স্বরে [ঁ] চন্দ্র বিন্দুর মতো একটু দম ধরে থেকে 'না' উচ্চারণ করলে গুন্না করা হলো ইন্‌-না। আবার ثُمَّ স্থুম্‌- বলে নাকের স্বরে একটু দম ধরে থেকে মা উচ্চারণ করলে মীম তাশদীদের গুন্না করা হলো স্থুম্‌-মা। আরো ভাল ভাবে বোঝার জন্য **প্লে বাটনে চাপ দিয়ে অডিওটি শুনুন**। গুন্না ৪ ধরণের হয়ে থাকে **ওয়াজিব গুন্না** এবং **ইক্বলাব, ইখফা ও ঈদগমের গুন্না**।

ওয়াজিব গুন্না: **নুন ও মিমের উপর তাশদীদ** থাকলে গুন্না করে পড়া ওয়াজিব, যেমন إِنَّ ইন্‌-না, ثُمَّ স্থুম্‌-মা।

পাশের আয়াতটিতে **লাল** চিহ্নিত **নুন ও মিম তাশদীদের** ব্যবহার লক্ষ্য করুন

ثُمَّ لَتُسْـَٔلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ٨

স্থুম্‌-মা ..লুন্‌-না আ'নিন্‌-নাঈ'-ম

[**ড্যাশ** দিয়ে এক আলিফ মাদের সমান দম ধরে থাকা বোঝানো হয়েছে, অডিও শোনার সময় **লাল** স্থানগুলোর **উচ্চারণ** খেয়াল রাখুন]

পাশের আয়াতটিতে **৪টি ওয়াজিব গুন্না** খুঁজে বের করুন, খুঁজবেন **নুন ও মিমের উপর তাশদীদ** আছে কিনা

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّى خَٰلِقٌۢ
بَشَرًا مِّن صَلْصَٰلٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ ٢٨

অন্যান্য গুন্না নুন সাকিনের ৪ নিয়মের মধ্যে দেয়া হলো।

নুন সাকিন نْ — নুন সাকিনের ৪ নিয়ম ও অনুশীলন

কুরআন শরীফের আয়াত গুলোতে সব থেকে বেশি যে নিয়মের ব্যবহার দেখা যায় তা হলো মাদে আসলী এবং নুন সাকিন نْ। **যেখানে নুন সাকিন** আছে সেখানে কোন না কোন নিয়ম আছেই, তাই প্রাথমিক পর্যায়ে নুন সাকিন দেখলেই সেখানে থেমে **দেখে নিতে হবে এর পরের অক্ষরটি কি**, তারপর অক্ষর অনুযায়ী নিয়মের ব্যবহার করতে হবে। نْ চার নিয়মে পড়তে হয় সেগুলো হচ্ছে **ইজহার, ইক্বলাব, ইদগম ও ইখফা**।

১) **ইজহারের ৬ অক্ষর** ه ح خ ع غ ও ء নুন نْ সাকিনের এর বামে থাকলে নুন উচ্চারণ স্বাভাবিক নুনের মতোই হবে।

مِنْهُمْ — মিন্‌হুম
الْأَنْهَٰرُ — আন্‌হা-র
مَنْ خَفَّتْ — মান্‌খফফাত

পাশের শব্দগুলো লক্ষ্য করুন **নীল** চিহ্নিত নুন সাকিনের পর **লাল** চিহ্নিত **ইজহারের** অক্ষর থাকায় **নুনের উচ্চারণ স্পষ্ট নুনের মতোই** হচ্ছে।

২) **ইক্বলাব:** নুন সাকিনের বামে ب অক্ষর থাকলে **নুনের স্থলে গুন্না সহ মীম** পড়াকে **ইক্বলাব** বলা হয়। ইক্বলাব অর্থ গোপন করা অর্থাৎ এখানে নুন'কে গোপন করে মীম পড়া হলো।

আয়াতটিতে দেখুন নুন সাকিনের পর **'বা'** অক্ষর থাকায়

وَأَمَّا مَنۢ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ ٨

মাম্‌-বা

এখন এর উচ্চারণ **'মান্‌বা'** না পড়ে **গুন্নাসহ** পড়তে হবে **'মাম্‌-বা'**।

আবার এই আয়াতটিতে নীল চিহ্নিত তানবীনের নুন সাকিন থাকায় **'লুন্‌বি'** না পড়ে **গুন্নাসহ** পড়তে হবে **'লুম্‌-বি'**।

وَأَنتَ حِلٌّۢ بِهَٰذَا الْبَلَدِ ٢

লুম্‌-বি

[লক্ষ্য করুন উভয় আয়াতেই **লাল** চিহ্নিত ছোট্ট একটি **মীম** অক্ষর দিয়ে বোঝানো আছে যে এখানে **নুনকে মীম** পড়তে হবে।]

৩) **ইদগমের ৬ অক্ষর** ي و م ن ر আর ل যদি নুন সাকিনের نْ বামে থাকে তাহলে **নুন সাকিনের উচ্চারণ বাদ দিয়ে এই অক্ষরগুলোর উপর যদি তাশদীদ চিহ্ন নাও থাকে তবুও তাশদীদ দিয়ে পড়তে হবে**।

ছয়টি অক্ষরের মধ্যে ي و م ن **গুন্না সহ** আর ل ر **গুন্না ছাড়া** পড়তে হবে।

লক্ষ্য করুন আরবী শব্দটির **নীল চিহ্নিত নুন সাকিন** বাংলা উচ্চারণের মধ্যে নেই। আবার ডান দিক থেকে প্রথমে নুন সাকিনের পর **লাম** থাকায় গুন্না করা হয়নি আর ২য় টিতে নুন সাকিনের পর **ইয়া** থাকায় গুন্না করা হয়েছে।

أَن لَّن يَقْدِرَ

আললাইঁ-য়্যাক্বদির

বর্তমানে কুরআন শরীফ প্রিন্ট করার সময় ইদগমের অক্ষর থাকলে তাশদীদ দিয়ে দেয়া হয় কিন্তু কিছু প্রিন্টে এখনো তা নাও থাকতে পারে সেক্ষেত্রে **ইদগমের অক্ষর থাকলে তাশদীদ ধরে পড়তে** হবে আর সাকিনের পর তাশদীদ থাকলে সাকিন অক্ষরের উচ্চারণ হয়না। নীচের উদাহরনটি দেখুন।

أَشْهَدُ — আশহাদু
أَن لَّا — আল্‌লা---
إِلَٰهَ — ইলা-হা
إِلَّا اللَّهُ — ইল্লাল্লল্-হ

লক্ষ্য করুন **নীল** চিহ্নিত নুন সাকিনের পর ইদগমের অক্ষর **লাম** আছে কিন্তু **লামে তাশদীদ নেই**, তাহলে আমরা কি এখন পড়ব 'আন্‌লা-' ? না বরং **লামের** উপর এখন একটি তাশদীদ কল্পনা করে নিয়ে নুন সাকিন বাদ দিয়ে পড়তে হবে 'আল্‌লা-'। একেই নুন সাকিনের ইদগম বলা হয়।

৪) **ইখফার ১৫ অক্ষর** ت ث ج د ذ ز س ش ص ض ط ظ ف ق আর ك যদি **নুন সাকিনের বামে থাকে** তাহলে নুন সাকিনের উচ্চারণ **অনুস্বর** (ং) পড়তে হবে, যেমন أَنتَ শব্দটি 'আনতা' না পড়ে 'আং' বলে নাকের স্বরে একটু দম ধরে থেকে গুন্না করে 'তা' পড়তে হবে অর্থাৎ আং-তা। এভাবে নুন সাকিনকে গুন্না সহ অনুস্বর (ং) পড়া হলে একে **ইখফা বা গোপন করা** বলা হয়। এখানে অনুস্বর দিয়ে (ং) নুন সাকিনকে গোপন করা হয়েছে।

উপরের আয়াতটিতে **সবুজ** চিহ্নিত প্রকাশ্য নুন সাকিন এবং **নীল** চিহ্নিত তানবীনের নুন সাকিনের বামে **লাল** চিহ্নিত **ইখফা'র** অক্ষর থাকায় কিভাবে উচ্চারণ হবে তা দেখানো হয়েছে। **অডিওতে** চিহ্নিত অংশগুলোর উচ্চারণ ভালভাবে বোঝার চেষ্টা করুন।

مِن قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَأَنزَلَ — মিং-ক্বব্‌লু ... আং-ঝালা..
الْفُرْقَانَ ۗ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ
اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۗ — বুং-শাদী-দ
وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ ٤ — আ'ঝি-ঝুং-জুং-তিক্ব-ম

মীম সাকিনের ইখফা — ও এর অনুশীলন

مْ মীম সাকিনের বামে যদি ب অক্ষর থাকে, তাহলে **মীম সাকিন গুন্না** করে পড়াকে **মীম সাকিনের ইখফা** বলা হয়।

আয়াতটিতে দেখুন **মীম সাকিনের** পর **'বা'** অক্ষর থাকায় এখন এর উচ্চারণ গুন্নাসহ পড়তে হবে **'হিম্‌-বি'**।

تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ ٤

ইস্তিলা — বা মোটা হরফ ও এর অনুশীলন

ইস্তিলা' অর্থ মোটা করা। অক্ষরের পাতলা উচ্চারণ মানে **আ'**কার পড়া আর মোটা উচ্চারণ মানে **আ'**কার না পড়া। 'বা' যাবার 'বা' এটা পাতলা উচ্চারণ আর ক্বফ 'ক্ব' এটা মোটা উচ্চারণ।

ইস্তিলার অক্ষর ৭টি ص ض ط ظ ق غ আর خ

যদি এসব অক্ষর গুলোতে যাবার থাকে তাহলে **আ'কারের উচ্চারণ হবে না**। যেমন طَ ত্ব যাবার **ত্বা** না হয়ে হবে **ত্ব**, সেরুপ অন্যান্য অক্ষর গুলোও মোটা ভাবে উচ্চারিত হবে:

ظَ জ্ব যাবার **জ্ব**	صَ ষদ যাবার **ষ**	ضَ দ্বদ যাবার **দ্ব**
قَ ক্বফ যাবা **ক্ব**	غَ গঈন যাবার **গ**	خَ খ যাবার **খ**

এছাড়াও আরেকটি অক্ষর ر 'র' ইস্তিলার অক্ষর নয় কিন্তু যদি **'র'** এ যাবার থাকে তাহলে তা মোটা উচ্চারণ হবে। যেমন আমরা **'রাব্বুল আ'লামি-ন'** না বলে 'র' -কে এখানে মোটা পড়তে হবে **'রব্বুল আ'লামি-ন'**। সেরকম **'রাহিম'** নয় বরং **'রহিম'** এবং **'রাহমান'** নয় বরং **'রহমান'** পড়তে হবে। বিসমিল্লা-হির **র**হমা-নির **র**হি--ম।

পাশে সূরা ফাতিহার শেষ আয়াতে **লাল** চিহ্নিত **ইস্তিলার অক্ষর** আর **নীল** চিহ্নিত **'র'** এর উচ্চারণ লক্ষ্য করুন।

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ

ষিরা-তাল্লাজী নয়, ষির-ত্বল্লাজী- ... গাইরিল নয়, গয়রিল

عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ٧

দ্বা---ল্লী--ন নয়, দ্ব---ল্লী--ন

শুধু **আল্লাহ** শব্দে লামে'র উচ্চারণ মোটা

আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন শব্দে **লাম** মোটা নয়, সব সময়ই পাতলা

আরেকটি অক্ষর ل লামে'র উচ্চারণ মোটা হয় শুধু **আল্লাহ শব্দের বানানে**। যদি আল্লাহ শব্দের **লামে'**র ডানে **যাবার অথবা পেশ** থাকে তাহলে উচ্চারণ হবে **আল্ল-হ** আর যদি লামের ডানে **যের** থাকে তাহলে উচ্চারণ হবে **লিল্লা-হ**।

শব্দটির **লাল** চিহ্নিত লামের ডানে **নীল** চিহ্নিত **যের** থাকায় **লামের উচ্চারণ পাতলা** হয়েছে।

الْحَمْدُ لِلَّهِ — আলহামদুলিল্লা-হ

শব্দটির **লাল** চিহ্নিত লামের ডানে **নীল** চিহ্নিত **যাবার** থাকায় **লামের উচ্চারণ মোটা** হয়েছে।

سُبْحَانَ اللَّهِ — সুব্‌হা-নাল্ল-হ

লামের ডানে **যের** থাকায় **লা-** পড়া হয়েছে

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ٢ — লিল্লা-হি

লামের ডানে **পেশ** থাকায় **ল-** পড়া হয়েছে

نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ ٦ — নারুল্ল-হি

লামের ডানে **যাবার** থাকায় **ল-** পড়া হয়েছে

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ٢٣ — অল্ল-হু

ক্বলকলা — এর নিয়ম ও অনুশীলন

ক্বলক্বলা'র (প্রতিধ্বনি) ৫ অক্ষর ب ط ق د আর ج এর উপর **সাকিন থাকলে** এর উচ্চারণ একবার প্রতিধ্বনিত হয়ে থেমে যাবে যেমন فَانْصَبْ ফাং-ষব্‌।

অডিওতে **লাল** চিহ্নিত উচ্চারণ গুলো ভালভাবে বোঝার চেষ্টা করুন। মনে রাখতে হবে যে উচ্চারণটি **একবার ধ্বনিত হয়ে সাথে সাথে থেমে যাবে**, প্রতিধ্বনি হতে থাকবে না। আরো মনে রাখতে হবে ক্বলকলা মানে যুক্ত অক্ষর নয়। **সবুজ যের দুটি** দম ফেলার কারণে আরজি সাকিন ধরতে হবে।

ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ٥ — রদাদ্‌
فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ٧ — ফাং-ষব্‌
قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ١ — ফালাক্ব্‌
مِّنَ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ ٣ — মাআ'-রিজ্‌
الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ

ওয়াকফ — বা বিরতি চিহ্ন

বিরতি চিহ্ন গুলোকে আরবীতে **'ওয়াকফ্'** বলা হয়। ওয়াকফ্ চিহ্ন গুলোর অধিকাংশই **আরবী অক্ষর ব্যবহার করে প্রকাশ করা হয়**। আয়াতের অর্থ ঠিক রেখে পড়ার জন্য ওয়াকফ্ চিহ্ন গুলো বোঝা জরুরী।

ভাবুন দাঁড়ি কমা বিহীন কোন বাংলা লিখা পড়ছেন, নিশ্চয় অর্থ বোঝা খুব কঠিন হয়ে পড়বে যে লেখক আসলে কি বোঝাতে চেয়েছেন। দেয়ালে পোষ্টার লাগাবেন, না লাগালে ৫০ টাকা জরিমানা। লক্ষ্য করুন শুধু একটি বিরতি চিহ্ন **'কমা'**র ভুল ব্যবহারের কারণে অর্থ বিপরীত হয়ে গেল!

যেকোন স্থানে ওয়াকফ করা বা দম ফেলার নিয়ম কি?

কোন নিয়ম না মেনেই প্রয়োজনে **যেকোন স্থানে দম** ফেলা বা নেয়া যাবে, এজন্যে **ক্ষতি পূরণ হিসাবে** যে শব্দে দম ফেলা হলো, **তার আগের এক বা একাধিক শব্দ** থেকে পুনরায় পড়া শুরু করতে হবে।

নীচে গুরুত্বপূর্ণ কিছু **'ওয়াকফ্'** চিহ্নের অর্থ দেয়া হলো। **লাল** চিহ্ন দুটি ভালভাবে মনে রাখুন।

চিহ্ন	নাম	নির্দেশনা
١٩ / ط ٣	ওয়াকফে তাম	দাঁড়ির মতো, এখানে থামতে হবে। তবে গোল চিহ্নের উপর অন্য চিহ্ন থাকলে সেটার নির্দেশ মানতে হবে।
ج	জিম ওয়াকফে জায়িজ	দম ফেলা যাবে, দম না ফেলে পড়াও যাবে।
ط	ত্ব ওয়াকফে মুত্বলাক	দম ফেলা উত্তম, তবে দম না ফেলে পড়াও যাবে।
ع ○	আঈন ওয়াকফে রুকু	দম ফেলা উত্তম, যেহেতু নীচে ওয়াকফে তাম আছে।
ز	ঝা ওয়াকফে মুঝাওয়াজ	এখানে থামা যাবে, তবে না থামাই ভাল।
قف	ওয়াকফে আমর	থামার নির্দেশ করে।
سكتة	সাকতাহ	দম না ফেলে **১ সেকেন্ড নীরবতা** পালন করে আবার পড়ে যেতে হবে।
وقفة	ওয়াকফাহ	থামার নির্দেশ করে।
ۻ	ওয়াকফে নবী (সা:)	**নবী (সা:)** এখানে থামতেন।
∴ ∴	ওয়াকফে মুয়ানাকা	অতএব চিহ্নের মতো **তিন তিন ছয় ফোটা**, ১ম ৩ ফোটার এক বা একাধিক শব্দের পর আরো ৩ ফোটা থাকে। যেকোন এক স্থানে থামতে হবে।
صلے	ওয়াসলে আওলা	আগের পরের বাক্য মিলিয়ে পড়া ভাল।
ق	ক্বফ ওয়াকফে ক্বিলা আ'লাইহ	এখানে থামা যেতে পারে।
ص	ষদ ওয়াকফে মুরখ্খস	বাক্য দীর্ঘ হওয়ায় থামার প্রয়োজন হলে, এখানেই থামা উচিৎ।
م	ওয়াকফে লাযিম	**অবশ্যই দম ছেড়ে দিতে হবে**। তাছাড়া অর্থের বড় ধরণের পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে।
لا	লা ওয়াকফে আলাইহ	**দম ফেলা যাবে না**, দম শেষ হয়ে গেলে আগের শব্দ থেকে পুনরায় পড়া শুরু করতে হবে।

লক্ষ্যণীয় — দম ফেলার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে

১) **বিরতি চিহ্ন নেই এরকম স্থানে দম ছাড়লে** পূর্বের শব্দ থেকে পুনরায় পড়া শুরু করতে হবে,
২) মাদে আসলী, মাদে এওয়াজ ও মাদে লীন থাকলে **আরজি সাকিন না করে** মাদ করতে হবে,
৩) যের, যাবার, পেশ, দুই যের, দুই পেশ ও 'হা' এ উল্টা পেশ অথবা খাড়া যের থাকলে **আরজি সাকিন করতে হবে**,
৪) **তাশদীদ অক্ষর থাকলে** অক্ষরটি একটু দম ধরে থেকে দুবার উচ্চারণের মতো করতে হবে,
৫) গোল **'তা'**-কে গোল **'হা'** পড়তে হবে।

নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে বের করুন

১) গুন্নাহ্ কাকে বলে? কোন গুলো ওয়াজিব গুন্নাহ্?
২) নুন সাকিন কয় নিয়মে পড়তে হয়?
৩) নুন সাকিনের ইক্বলাব ও ইজহার কাকে বলে?
৪) নুন সাকিনের পর কোন কোন অক্ষর থাকলে ইদগম হয়?
৫) নুন সাকিনের ইখফা কাকে বলে?
৬) মোটা অক্ষর বলতে কি বুঝায়?
৭) ক্বলকলা কাকে বলে এর অক্ষর কয়টি ও কি কি?

নামাজে যা কিছু পড়তে হয়

নামাজের তাকবীর, তাসবীহ, সূরা কিরাত মূল আরবী লিখা দেখে মুখস্ত করা উচিৎ কারণ **বাংলা ভাষায় একশত ভাগ বিশুদ্ধ করে আরবী অক্ষরের প্রকৃত উচ্চারণ ও মাদ লিখা সম্ভব হয় না**। তার মানে আমরা বাংলাতে যেসব সূরা কিরাত মুখস্ত করেছি তার **অধিকাংশই ভুল**। এজন্য সবার উচিৎ আরবী অক্ষরগুলো চিনে, উচ্চারণের নিয়ম জেনে আরবী দেখে মুখস্ত করা, যদি আরবী কোনটা কোন অক্ষর সন্দেহ থাকে তাহলে প্রথম কয়েকবার পড়ার সময় বাংলা উচ্চারণকে সহায়ক হিসাবে নেয়া যেতে পারে তারপর আরবী দেখে মুখস্ত করা উচিৎ।

পূর্ণাঙ্গ একটি নামাজে যা কিছু পড়তে হয় এখানে তা মূল আরবীর সাথে বাংলা উচ্চারণ যথাসম্ভব সহিহভাবে উল্লেখ করা হলো। **শুধুমাত্র অনুশীলনের জন্যে**। পড়ার সময় লক্ষ্য রাখবেন কোন রং দিয়ে কোন তাজবীদ বোঝানো হয়েছে।

নীল রং দিয়ে মাদ বা টেনে পড়া,
সবুজ রং দিয়ে গুন্না,
গোলাপী রং দিয়ে আরজি সাকিন যেখানে অবশ্যই দম ছেড়ে দিতে হবে,
ড্যাশ (-) দিয়ে কয় আলিফ টানতে হবে এবং
আ’ এর উপর কমা দিয়ে আঈন এর উচ্চারণ বোঝানো হয়েছে।

তাকবীর — اَللّٰهُ আল্ল-হু اَكْبَرُ আক্‌বার্

সানা

নীল রং অর্থ মাদ বা টেনে পড়া, সবুজ রং অর্থ গুন্না আর গোলাপী রং অর্থ আরজি সাকিন

سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ
সুবহা-না কাল্ল-হুম্-মা অবিহামদিকা অতাবা-রকাসমুকা

وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَآ اِلٰهَ غَيْرُكَ ○
অতাআ’-লা- জাদ্দুকা অলা--- ইলা-হা গইরুক্

আঊযুবিল্লাহ বিসমিল্লাহ

নীল রং অর্থ মাদ বা টেনে পড়া, সবুজ রং অর্থ গুন্না আর গোলাপী রং অর্থ আরজি সাকিন

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ○
আ’উ-জু বিল্লা-হি মিনাশ্‌শাইত্বা-নির রজী---ম্

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○
বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহি---ম্

রুকুর তাসবীহ — سُبْحٰنَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ
সুবহা-না রব্বিয়াল আ’জ্বী---ম

রুকু থেকে উঠার তাসমীহ — سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ
সামি আ’ল্ল-হু লিমান হামিদাহ্

রুকু থেকে উঠার পরের তাহমীদ — رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ
রব্বানা- অলাকাল হামদ্

সিজদার তাসবীহ — سُبْحٰنَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى
সুবহা-না রব্বিয়াল আ’লা-

দুই সিজদার মধ্যের দোয়া — رَبِّ اغْفِرْ لِيْ
রব্বিগ্‌ ফির লি-

আত্তাহিয়্যাতু

নীল রং অর্থ মাদ বা টেনে পড়া, সবুজ রং অর্থ গুন্না আর গোলাপী রং অর্থ আরজি সাকিন

আয়াতের শেষে গোল চিহ্ন গুলোতে আরজি সাকিন করে দম ছেড়ে দিতে হবে যা গোলাপী রং দিয়ে বোঝানো হয়েছে এবং **আঈন, স, জ** এর ক্ষেত্রে আরবী কোন অক্ষর আছে সেসব অক্ষরের মাখরাজ ঠিক রেখে উচ্চারণ করতে হবে, এজন্য ২য় ধাপ মাখরাজ পরিচিতি দেখুন।

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوٰتُ وَالطَّيِّبٰتُ -
আত্তাহিই য়্যা-তু লিল্লা-হি অষ্‌ষলাঅ-তু অত্বত্বইয়িবা---ত -

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ
আস্‌সালা-মু আলাইকা আই ইউহান-নাবিই ইউ অ রহমাতুল্ল-হি

وَبَرَكَاتُهٗ - اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَا
অবারকা-তুহ্ - আস্‌সালা-মু আ’লাইনা- অ আ’লা- ঈবা-

دِاللّٰهِ الصّٰلِحِيْنَ - اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ
দিল্লা-হিষ্‌ষ-লিহি---ন্ - আশহাদু আল্লা--- ইলা-হা

اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا
ইল্লাল্ল-হু অ আশহাদু আন্‌-না মুহাম্‌-মাদান

عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ ○
আ’ব্‌দুহু- অ রসু-লুহ্

অর্থঃ মৌখিক, শারীরিক ও আর্থিক সমস্ত ইবাদত আল্লাহ’র জন্য। হে নবী, আপনার উপর শান্তি, রহমত, বরকত অবতীর্ণ হোক। আমাদের উপর এবং আল্লাহ’র সৎ কর্মশীল বান্দাদের উপরও শান্তি অবতীর্ণ হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য আর কোন মাবুদ নেই এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মদ (সা:) আল্লাহ’র বান্দা ও রসূল।

দরুদ শরীফ

নীল রং অর্থ মাদ বা টেনে পড়া, সবুজ রং অর্থ গুন্না আর গোলাপী রং অর্থ আরজি সাকিন

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ
আল্ল-হুম্-মা ছল্লি আ’লা- মুহাম্‌-মাদিঁও- অ আ’লা--- আ-লি

مُحَمَّدٍ ○ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ
মুহাম্‌-মাদ্ ○ কামা- ছল্লাইতা আ’লা--- ইব্‌র-হি-মা

وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ○
অআ’লা-- আ-লি ইব্‌র-হি-মা ইন্‌-নাকা হামি-দুম- মাজি---দ্ ○

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ
আল্ল-হুম্-মা বা-রিক্ আ’লা- মুহাম্‌-মাদিঁও- অ আ’লা--- আ-লি

مُحَمَّدٍ ○ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى
মুহাম্‌-মাদ্ ○ কামা- বা-রক্‌তা আ’লা--- ইব্‌র-হি-মা অ আ’লা---

اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ○
আ-লি ইব্‌র-হি-মা ইন্‌-নাকা হামি-দুম- মাজি---দ্ ○

অর্থঃ হে আল্লাহ, আপনি মুহাম্মদ (সা:) ও তাঁর পরিবার বর্গের উপর শান্তি বর্ষণ করুন। যেভাবে ইব্রাহীম (আ:) ও তাঁর পরিবার বর্গের উপর শান্তি বর্ষণ করেছিলেন। নিশ্চই আপনি প্রশংসিত মহিমান্বিত। হে আল্লাহ, আপনি মুহাম্মদ (সা:) ও তাঁর পরিবার বর্গের উপর বরকত দান করুন। যেভাবে ইব্রাহীম (আ:) ও তাঁর পরিবার বর্গের উপর বরকত দান করেছিলেন। নিশ্চই আপনি প্রশংসিত মহিমান্বিত।

দোয়া মাসুরা

নীল রং অর্থ মাদ বা টেনে পড়া, সবুজ রং অর্থ গুন্না আর গোলাপী রং অর্থ আরজি সাকিন

দোয়া মাসুরা’য় **যে কোন দোয়া পড়া যায়**। নীচের দোয়াটি রাসুলুল্লাহ (সা:) নিজে পড়তেন এবং অন্যদেরও পড়তে উৎসাহিত করেছেন (সহিহ বুখারী ৮৩২, ১৩৭৭)।

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ ○
আল্ল-হুম্-মা ইন্‌-নি- আউ-জু বিকা মিন আজ্বা-বি জাহান্‌-নাম্।

وَ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ○
অ আউ-জু বিকা মিন আজ্বা-বিল ক্ববর্।

وَ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ ○
অ আউ-জু বিকা মিন ফিত্‌নাতিল মাসি-হিদ দাজ্জা-ল।

وَ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَفِتْنَةِ الْمَمَاتِ ○
অ আউ-জু বিকা মিন ফিত্‌নাতিল মাহ্‌ইয়া- অ ফিত্‌নাতিল মামা-ত্।

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْمَاْثَمِ وَالْمَغْرَمِ ○
আল্ল-হুম্-মা ইন্‌-নি- আউ-জু বিকা মিনাল মাঅ্‌ স্বামি অলমাগরম্।

অর্থঃ হে আল্লাহ, আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি জাহান্নামের শাস্তি থেকে, আর আশ্রয় প্রার্থনা করছি কবরের আযাব থেকে, আর আশ্রয় প্রার্থনা করছি মাসিহ দাজ্জালের ফিতনা থেকে, আর আশ্রয় প্রার্থনা করছি জীবন মৃত্যুর পরীক্ষা থেকে। হে আল্লাহ, আরো আশ্রয় প্রার্থনা করছি গুনাহ ও ঋণগ্রস্ততা থেকে।

সালাম

নীল রং অর্থ মাদ বা টেনে পড়া, সবুজ রং অর্থ গুন্না আর গোলাপী রং অর্থ আরজি সাকিন

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ
আস্‌সালা-মু আ’লাইকুম অ রহ্‌মাতুল্ল-হ্

নামাজ শেষে — সালাম ফিরানোর পরের সুন্নাত

সালাম ফিরানোর পর রসুলুল্লাহ (সা:) اَللّٰهُ আল্ল-হু اَكْبَرُ আক্‌বার্ এবং সাহাবীগণ (রা:) উপরের তাকবীরটি একবার পড়তেন।

আর ডান পাশের اَسْتَغْفِرُاللّٰهَ আসতাগ্‌ফিরুল্ল-হ্ ইস্তিগফারটি তিন বার পড়তেন।

আর একবার নীচের দোয়াটি পড়তেনঃ

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ
আল্ল-হুম্-মা আং-তাস সালা-মু অমিং-কাস সালা-মু

تَبَارَكْتَ يَا ذَاالْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ
তাবা-রক্‌তা ইয়া- জ্বালজালা-লি অল ইকর-ম

অর্থঃ হে আল্লাহ, তুমি শান্তিময় আর তোমার দিক থেকেই শান্তি অবতীর্ণ হয় তুমি বরকত দান কর হে প্রতাপ ও সম্মানের অধিকারী।

তাজবীদসহ বিভিন্ন সূরা

তাজবীদসহ বিভিন্ন সূরা’র অনুশীলন
সূরা ফাতিহাসহ সূরা ফিল থেকে সূরা নাস পর্যন্ত চিহ্নিত তাজবীদসমূহ অডিও ও ভিডিওসহ।